ছেলেবেলার টানে।

সুন্দর শ্যামল ওই পল্লীর প্রাঙ্গণে
কেটেছে শৈশব মোর প্রফুল্ল-আননে ;
সরল শিশুরা সব ছিল সাথী মোর
তাদের স্নেহেতে ছিল পরাণ বিভোর ;
প্রভাতে তাদের সাথে পশি পুষ্পবনে
ভরেছি ফুলের সাজি কুসুম-চয়নে—
দুপুরে গাছের ছায়ে রাখালের বেশে
গেয়েছি কতই গান মনের হরষে—
সন্ধ্যার ধূসর ছায়ে "ধবলী"রে নিয়ে
ফিরিছি গৃহের পানে হাসিয়ে হাসিয়ে—
নিশীথে আঙ্গিনা-তলে দিদিমা'রে ঘিরে
শুনেছি কতই গল্প পুলক-অন্তরে—
তাই আজও মাঝে মাঝে অবসর-ক্ষণে
ছুটে যাই পল্লীপানে—ছেলেবেলার টানে।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ পাল,
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

আমার খেদ।

পদ্য লিখে কবি হবার
সাধটা সদা মনে জাগে।
কলম নিয়ে ব'সে দেখি
বাধ বাধ বড়ই লাগে ॥
'চয়নিকা' 'গীতাঞ্জলি'
ঘরেতে সব আছে কেনা।
দুই একটা ছোট খাট
কবির সাথে আছে ও চেনা ॥
'রবিঠাকুর.' 'হেমচন্দ্র'
সব নাম ত' হৃদে গাঁথা !